SECOND YEAR

B.A/B.Sc Third Semester (July - December), 2011
Mid-Semester Examination, September, 2011
SUBJECT : BENGALI (General)

Date - 14 September, 2011 Full Marks - 25
Time - 2pm - 3pm

১. 'পুঁইমাচা' গল্পে 'ক্ষেন্তি'র মৃত্যুর জন্য কে দায়ী? [১২]

অথবা

২. 'হারানের নাতজামাই' গল্পে নামকরণের সার্থকতা নিয়ে আলোচনা কর।

৩. নিচে দেওয়া মূল কপির সঙ্গে মিলিয়ে প্রুফ সংশোধন কর, মোট ২৬টি সংশোধন করতে হবে। [১৩]
(এই প্রশ্নপত্রটি উত্তরপত্রের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হবে।)

Main Copy

চর্যাগীতি থেকে শুরু করে বাংলা কবিতার ধারাবাহিক প্রবাহে বৈচিত্রের অভাব নেই। বাঙালি-মাত্রই যেন কবিতাপাগল—এমন একটা অপবাদও যে শোনা যায় না, তা নয়। অসংখ্য কবি, অজস্র কবিতা লেখা হচ্ছে। কেউ ভাষাবদলের ম্যাজিক দেখিয়ে মজলিস জমানোর চেষ্টায়, যেখানে শব্দের মধ্যে দুরূহতা বা অস্বচ্ছতার আবরণ থাকে। কেউ আবার চিরাচরিত ধারণা মেনে, কেউ নতুন ধারার প্রবর্তন-প্রয়াস নিয়ে অথবা পুরনো ধারার সঙ্গে নতুন ধারার সম্মিলনে আগ্রহী। এইভাবে নানা আদলে আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটছে কবিতাপ্রেমী পাঠক-পাঠিকার। কবিতা-আলোচনারও বিস্তার ঘটছে। কবিরা প্রত্যেকেই তাঁদের ভাবনা-চিন্তার পরিচয় রাখছেন নিজস্ব জগত তৈরি করে, যার মধ্যে মিশে থাকছে তাঁর জীবনধারণের বিস্তারিত অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র অনুভূতিসমূহ।

বাংলা কবিতায় অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি পরিচিত নাম। কবিতায় তিনি তাঁর গভীর অনুভবের কথা বলেন। 'যেভাবে মৃত্যুটি রচে' তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ। অনেকদিন থেকেই তাঁর কবিতা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিচিত্র ভাবের বর্ণময়তায় উজ্জ্বল তাঁর কবিতা। সচরাচর ব্যবহৃত হয় না মাঝে মাঝে এমন কোনও অপ্রচলিত শব্দ বা এমন কোনও বাক্যবন্ধ তাঁর কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষত আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ তাঁর কবিতাকে অনন্যসাধারণ এক উচ্চতা দেয়। যেটা লক্ষ করা গেল এই গ্রন্থেও। তবে এই বইয়ের শুরুটা হচ্ছে 'গানের ভিতর দিয়ে' শিরোনামে ছয়টি কবিতাস্তবক দিয়ে। এটিকে প্রবেশক কবিতাও বলা চলে। এখানে উল্লেখ্য যেটা, তা রবীন্দ্রনাথের প্রতি এক নিঃশর্ত সমর্পণ, তাঁর এ-যাবতকালের গ্রন্থাবলির মধ্যে বলতে গেলে অপ্রত্যক্ষই ছিল। এবং আমাদের অবাক করে তাঁর এই কবিতাগুলির মধ্যে এক মৃত্যুচেতনা খেলা করে যেতে থাকে। অবাক করার প্রসঙ্গ এই কারণেই এল যে, তাঁর কবিতায় বিচিত্র ভাব থাকলেও মৃত্যুবোধের কথা তেমনভাবে শোনা যায় নি। সেই জন্যই এই গ্রন্থটিকে কিছুটা অন্যরকম মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন,"এই মৃত্যু আকাশে শোক পরিতাপ নেই/দাবিদার নেই, মৃতদেহ শুয়ে থাকে।" সর্বনাশের দোহাই দিয়ে যায় যতিচিহ্ন মাখা মৃত্যুকথা, তাঁর কবিতায়। যেমন — "মৃত্যুর পর মৃত্যু অক্ষর সাজায় ধ্বনিলোক।" অনন্যার কবিতায় এই মৃত্যুবোধ একদিক দিয়ে তীব্র সংরক্ত এক প্যাশন, অন্যদিকে যেন রবীন্দ্রমায়ায় বিজড়িত। এখানেই তাঁর সার্থকতা।

Proof Copy

চর্যাগীতি থেকে শুরু করে বাংলা কবিতার ধারাবাহিক প্রবাহে বৈচিত্রের অভাব নেই। বাঙালি মাত্রই যেন কবিতাপাগল—এমন একটা অপবাদও যে শোনা যায় না, তা নয়। অসংখ্য কবি, অজস্র কবিতা লেখা হচ্ছে। কেউ ভাষা বদলের ম্যাজিক দেখিয়ে মজলিস জমানোর চেষ্টায়, যেখানেশব্দের মধ্যে দুরূহতা বা অস্বচ্ছতার আবরণ থাকে। কেউ আবার চিরাচরিত ধারণা মেনে, কেউ নতুন ধারার প্রবর্তন-প্রয়াস নিয়ে অথবা পুরনো ধারার সঙ্গে নতুন ধারার সম্মীলনে আগ্রহী। এইভাবে নানা রকম আদলে আধুনিক কাব্যরীতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটছে কবিতা প্রেমী পাঠক-পাঠিকার। কবিতা-আলোচনারও বিস্তার ঘটছে। কবিরা প্রত্যেকেই তাঁদের ভাবনা-চিন্তার পরিচয়রাখছেন নিজস্ব জগত তৈরি করে, যার মধ্যে মিশে থাকছে তাঁর জীবনধারণের বিস্তারিত অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র অনুভূতিসমূহ। বাংলা কবিতায় অনন্যা বন্দ্যো পাধ্যায় একটি পরিচিত নাম। কবিতায় তিনি তাঁর গভীরঅনুভবের কথা বলেন। 'যেভাবে মৃত্যুটি রচে' তাঁর সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ। অনেক দন থেকেই তাঁর কবিতা পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিচিত্র ভাবের বর্ণময়তায় উজ্জ্বল তাঁর বকিতা। সচরাচর ব্যবহৃত হয় না মাঝে মাঝে এমন কোনও অপ্রচলিত শব্দ বা এমন কোনও বাক্য বন্ধ তাঁর কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। বিশেষত আরবি-ফার্সি শব্দের প্রয়োগ তাঁর কবিতাকে অনন্য সাধারণ এক উচ্চতা দেয়। যেটা লক্ষ করা গেল এই গ্রন্থেও। এই বইয়ের শুরুটা হচ্ছে 'গানের ভিতর দিয়ে' শিরোনামে ছয়টি কবিতাস্তবক দিয়ে। এটিকে প্রবেশক কবিতাও বলা চলে। এখানে উল্লেখ্য যেটা, তা রবীন্দ্রনাথের প্রতি নিঃশর্ত সমর্পণ, তাঁর এ-যাবৎকালের গ্রন্থাবলির মধ্যে বলতে গেলে অপ্রত্যক্ষই ছিল। এবং আমাদের অবাক করে তাঁর এই কবিতাগুলির মধ্যে এক মৃত্যুচেতনা খেলা করে যেতে থাকে।
অবাক করার প্রসঙ্গ এই কারণেই এল যে, তাঁর কবিতায় বিচিত্র ভাব থাকলেও মৃত্যুবোধের কথা তেমনভাবে শোনা যায় নি। সেই জন্যই এই গ্রন্থটিকে অন্যরকম মনে হয়েছে। তিনি লিখেছেন,"এই মৃত্যু আকাশে শোক পরিতাপ নেই/দাবিদার নেই, মৃতদেহ শুয়ে থাকে।" সর্বনাশের দোহাই দিয়ে তার যতিচিহ্ন মাখা মৃত্যুকথা, তাঁর কবিতায়। যেমন, "মৃত্যুর উপর মৃত্যু অক্ষর সাজায় ধ্বনিলোক।" অনন্যার কবিতায় এই মৃত্যুবোধ এদিকক দিয়ে তীব্র সংরক্ত এক প্যাশন, অন্যদিকে যেন রবীন্দ্রমায়া বিজড়িত। এখানেই তো তাঁর সার্থকতা।